১৭

আজকের কাগজ

তারিখ ... 03 FEB 1996 ...
পৃঃ ৬ কলাম ... ২ ...

পরিবহন খরচ ছাত্র-ছাত্রিদের বহন করতে হয়

লৌহজং-এ শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচিতে অনিয়ম

আজিজুর রহমান ঃ *মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানায় শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচির আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে গম বিতরণে অনিয়মসহ সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রিদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের মতো বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে।*

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু হওয়ার পর ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে খিদিরপাড়া, ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে কলমা ও ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মেদিনীমণ্ডল এই ৩টি ইউনিয়নের ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। থানার ১২টি ইউনিয়ন থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া একটি করে ইউনিয়নকে প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার বিধান থাকলেও দারিদ্রপীড়িত ও নদীভাঙনে দুর্গত ইউনিয়নগুলোকে উপেক্ষা করে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ উল্লেখিত ৩টি ইউনিয়নকে অনৈতিক অগ্রাধিকার দিয়ে এই কর্মসূচির অধীনে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সংগৃহীত এক তথ্যে এই ৩টি ইউনিয়নের ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে থানা শিক্ষা অফিসে ভিন্ন ভিন্নভাবে দাখিল করা নভেম্বর '৯৫-এর প্রতিবেদনে দেখা যায়, খিদিরপাড়া ইউনিয়নের ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ হাজার ৮শ' ৩৩ জন। সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ২শ' ৮৬ জন এবং চাহিদা ও বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ২১ হাজার ৯০ কেজি। কলমা ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ হাজার ৫শ' ৭৬ জন, সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ১শ' ১৯ জন, চাহিদা ও বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ১৮ হাজার ৮শ' ৯৫ কেজি। মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নের ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ হাজার ৮৩ জন, সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ১শ' ৮২ জন আর চাহিদা ও বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ১৮ হাজার ১শ' ৯০ কেজি। ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০ হাজার ৪শ' ৯২ জন, সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ হাজার ৬শ' ৬৭ জন এবং চাহিদা ও বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ৫৮ হাজার ১শ' ৭৫ কেজি। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে খাতাপত্রে ভূয়া ছাত্র-ছাত্রিদের নাম তুলে সুবিধাভোগিদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে এবং চাহিদার পরিমান বৃদ্ধি করে গমের অতিরিক্ত বরাদ্দ নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃত সুবিধাভোগী দরিদ্র শিশুদের জন্যে বরাদ্দকৃত নির্ধারিত পরিমাণ গমের একটা বড় অংশ স্থানীয় প্রভাবশালী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের নামে বরাদ্দ করে ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বরাদ্দকৃত গম সঠিকভাবে বিতরণ করা হয়েছে এই মর্মে সুবিধাভোগিদের কাছ থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাষ্টাররোলে টিপসই বা স্বাক্ষর করিয়ে নিচ্ছে। সেই সাথে গম পাওয়া প্রতিজন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে পরিবহন খরচ বাবদ ৫ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে বলে জানা গেছে। অথচ সরকার পরিবহন খরচ বাবদ টন প্রতি ১৮৫ টাকা, বিতরণ খরচ বাবদ ৩শ' টাকা এবং বস্তা বিক্রির টাকাও বিদ্যালয়গুলোকে দিচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষক সমিতির কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন, গম বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং অর্থ আদায় সংক্রান্ত দুর্নীতির বিষয়টি এখন 'ওপেন সিক্রেট।' এসব অনিয়মের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কমিটি জড়িত। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও থানা শিক্ষা অফিসও বিষয়টি খুব ভালভাবেই অবগত আছেন। তবে তারা এ বিষয়ে রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করছেন।